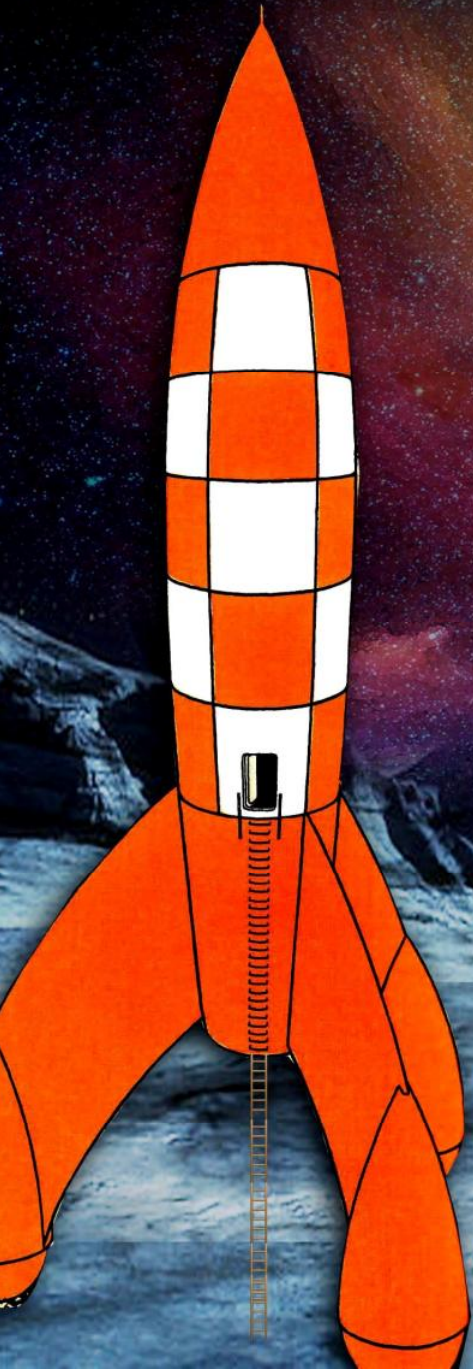
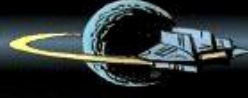


বহু মাতা

তৃতীয় সংখ্যা • আশ্বিন ১৪২২



বাংলায় ব্যর্থ চেষ্টা



টিনটিন দ্যা গ্রেট

অন্ধকারের দূত

যে সি মেজিয়েরেস এবং পি ক্রিস্টিন



হয়ত আজ থেকে বহু বছর আগে মহাশূন্যের কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন ছিল না

কিন্তু আস্তে আস্তে সভ্যতার পদচিহ্ন এই সুবিশাল মহাশূন্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল

...এই সমস্ত সভ্যতার কথা মনে রাখা বেশ কষ্টসাধ্য ... বিশেষ করে যে সব সভ্যতার আবাসস্থল কয়েক শতাব্দী ধরে মৃত !

তবে যেখানেই প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে সেখানেই সভ্যতা সবসময় এই গভীর বিশাল মহাকাশকে জয় করতে চেয়েছে !

বেশীরভাগ দিশাহীন অভিযানই কোন প্রতিরোধের সন্মুখীন হয় না



... আবার বেশকিছু অভিযান কল্পনাতেই অন্তত সব মহাজাগতিক বস্তুর মুখোমুখি হয়



..... কে কখন অপ্রত্যাশিত বিপদের সামনে পড়বে বলা মুশকিল

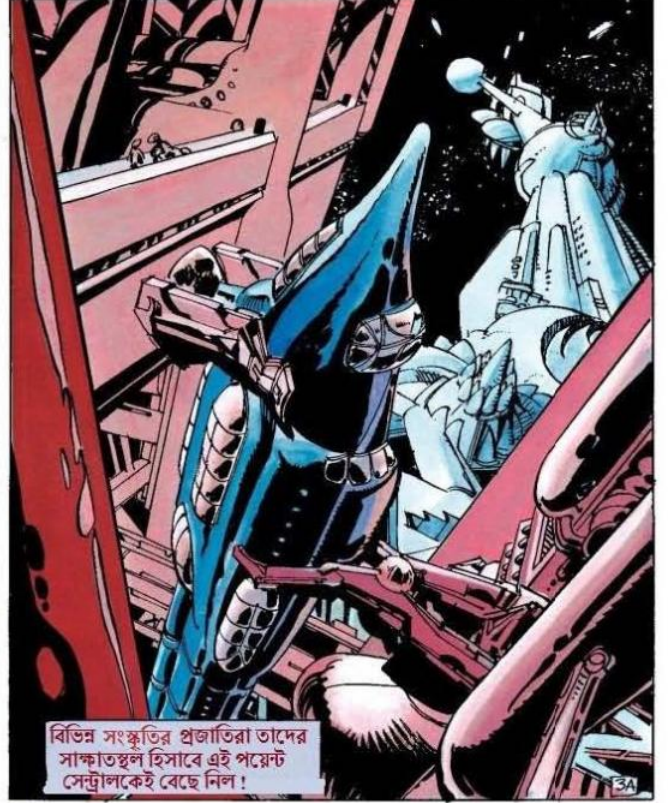


এইরকম আবেহে একদিন মহাকাশের সবথেকে ব্যস্ততম পথে "পয়েন্ট সেন্ট্রাল" এর প্রথম কুঠুরি স্থাপিত হোল ... সবার অলঙ্ঘ্য ...





এই প্রথম কুঠুরিকে কেন্দ্র করে ধীরে
ধীরে আরো কুঠুরি তৈরি হতে লাগল



বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রজাতিরা তাদের
সাক্ষাতস্থল হিসাবে এই পয়েন্ট
সেন্ট্রালকেই বেছে নিল!



অনেক প্রজাতিই সম্মে করে তাদের
পুরো পৃথিবীকে নিয়ে আসতো!



আর এভাবেই অল্প অল্প করে বিভিন্ন
প্রজাতি এসে এখানে অদিভূত হয়ে
তৈরি হল আজকের পয়েন্ট সেন্ট্রাল

পয়েন্ট সেন্ট্রাল

এই ছায়াপথের প্রতিটা কোণায়, প্রত্যেক
প্রজাতির সদস্যের মুখে মুখে যার নাম! বিশালাকার
কৃত্রিম সব ইমারত, শেষ দেখা যায় না এইরকম
সব বন্দর! এই মহাকাশের জীব বৈচিত্র্যের এক
অদ্ভুত বিস্ময়কর সমাহার!



অভ্যন্তরে বিভিন্নরকম আবহমণ্ডল আর অভিকর্ষজ ক্ষেত্র কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত যা পরস্পরের সাথে বিশেষরূপে তৈরি দেওয়াল দিয়ে আলাদা! যাতে নানা প্রজাতি যাদের বিদ্যুৎমাত্র মিল নেই পাশাপাশি সহাবস্থান করতে পারে! যেমন - "রুড" স্বাভাবিক গণিতজ্ঞ! যাদের শরীর থেকে এমন তরল পদার্থ নির্গত হয় যা অন্যদের কাছে বিষ!



ট্যাঙ্কিয়ান ধর্মীয় যে কোন বিবাদ বিতর্ক মীমাংসা করার জন্য সুবিদিত!



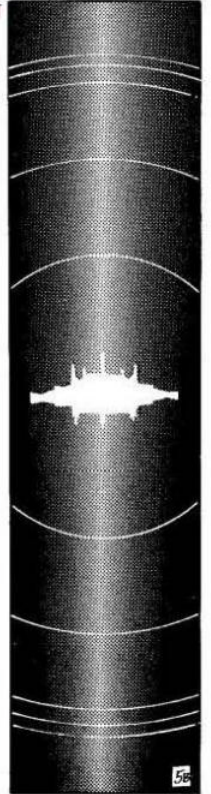
... মার্কামাস প্রাণঘাতী তেজস্ক্রিয়তার জন্য যাদের সবাই ভয় পায়! আবার মনোবিদ হিসাবে যাদের দক্ষতা মহাবিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তে স্বীকৃত!



পুলপিসমস হাতের সুক্ষ কাজের জন্য যাদের প্রত্যেক কুঠুরিতে কদর!



কিন্তু এখানে কোন কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষ নেই! মহাকাশের বিভিন্ন প্রজাতির দূতরা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন! এক বিশাল কক্ষে দৈত্যাকার এক পর্দার মাধ্যমে তার বক্তব্য বাকি সব কুঠুরিতে ছড়িয়ে যায়! আর এইখান থেকেই শুরু হয় সব মহাজাগতিক দৃষ্কের!







ভেবো না ভ্যালেরিয়ন!
তোমাদের দক্ষতা
সম্পর্কে আমার
ধারণা আছে! আর
তোমাদের পছন্দ
করেছি ব্যক্তিগত
পছন্দ থেকে নয়!



যেহেতু তোমরা ভিনগ্রহীদের
চরিত্র আর কর্মপদ্ধতির সাথে
সুপরিচিত তাই তোমাদের
বাছা হয়েছে!



তোমরা নিশ্চই যান যে এই প্রথম আমাদের পালা এসেছে!
পয়েন্ট সেন্ট্রালের কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য!
তোমরা এটাও যান যে মহাকাশের প্রশাসনে কিরকম নৈরাজ্য
আর বিশৃঙ্খলা চলছে! এই পরিস্থিতি আর বরদাস্ত করা যাবে
না! একদম মূলেই প্রথম আঘাত করতে হবে!



কী বলতে চান
আপনি?
রওনা হবার
আগে কেউ তো
বলেনি?



বলার কোন প্রয়োজন
মনে করা হয় নি! আমি
আমি তোমাদের মনে
করিয়ে দিতে চাই যে
তোমরা আমার সাথে
শুধুমাত্র দেহরক্ষী
হিসাবে যাচ্ছে!



ওঃ তাই?! তাহলে আমি আমার
বন্দুক নিয়ে আপনার মহামূল্য
শরীরকে রক্ষা করছি! শুধু
ভাষণ শুনে কী করব?

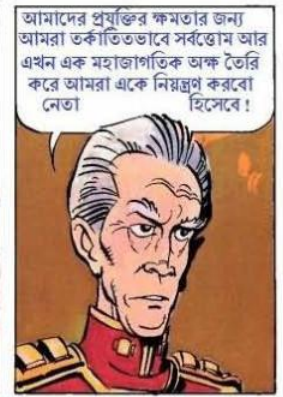


দাঁড়াও!

ইয়ে.....
আমি তো
শুনাছি!



যাকগে যা বলছিলাম! এই
অবস্থায় শান্তিতে বানিজ্য করা
অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে!
মহাকাশের সব রাস্তাই বিপদসঙ্কুল
হয়ে গেছে! এইসব শয়তানদের
শিক্ষা দিতে পৃথিবীকেই সামনে
এগিয়ে আসতে হবে! আর আমরাই
শুরু করবো এক নতুন সকাল!



আমাদের প্রযুক্তির ক্ষমতার জন্য
আমরা তর্কাত্তভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আর
এখন এক মহাজাগতিক অন্ধ তৈরি
করে আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করবো
নেতা হিসেবে!



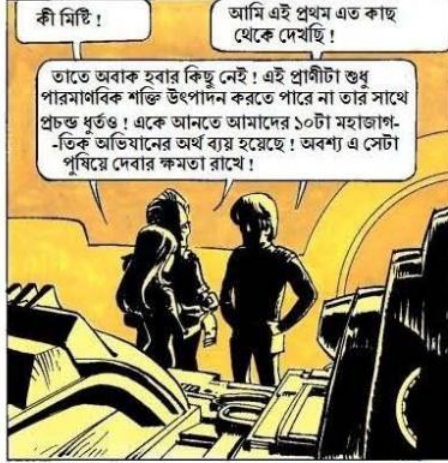
আরে না না! অনেকেই নিজের
অজান্তেই চায় যে এবার পৃথিবী
কোন পদক্ষেপ নিক!

... পুলিশ দিয়ে??

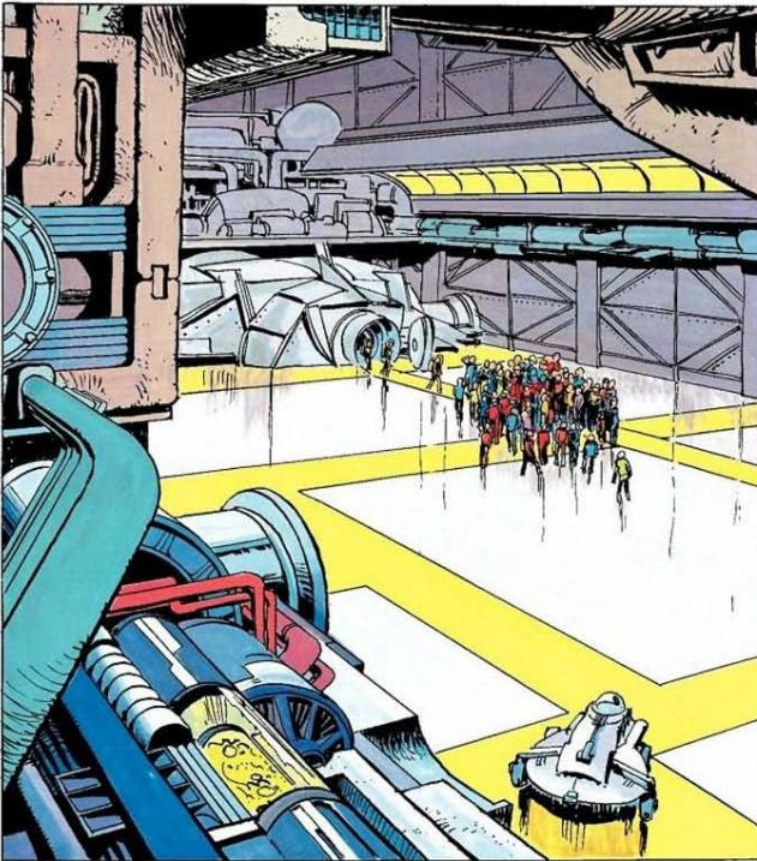
অজান্তে!! ফুঃ ...



এটা বেশ কঠিন কাজ! যদিও আমাদের
কিছু সাথী আছে..... আর..... ইয়ে
কিছু বহির্জাগতিক সম্পদও!

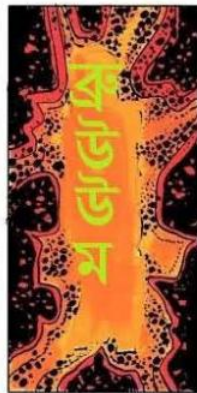
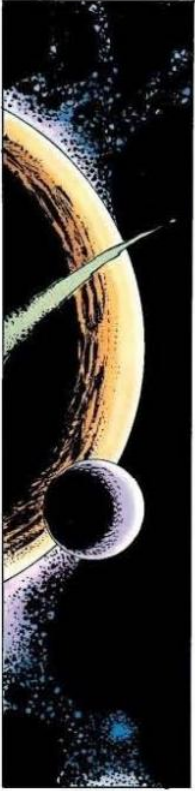






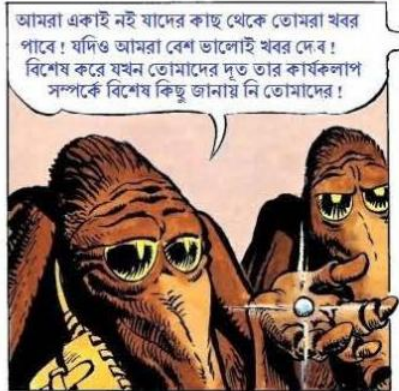








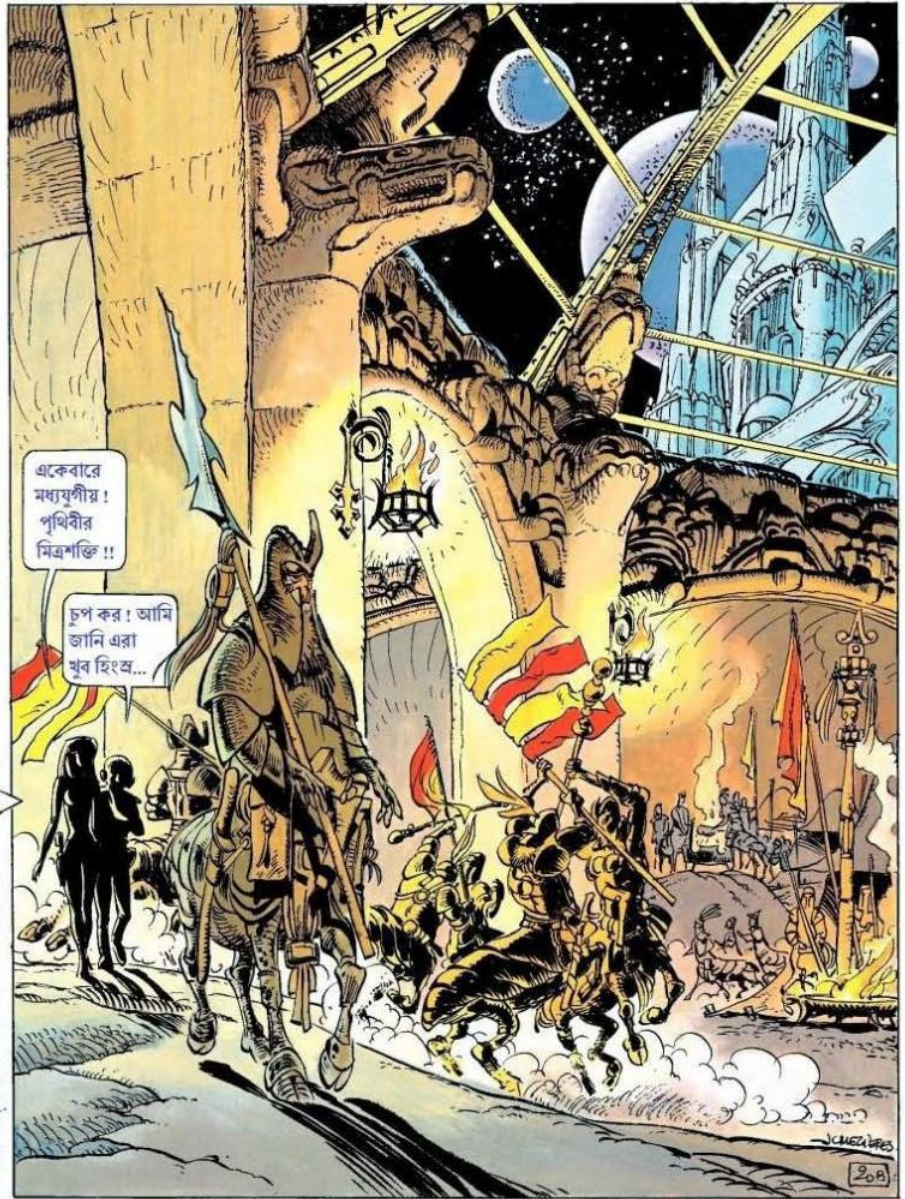
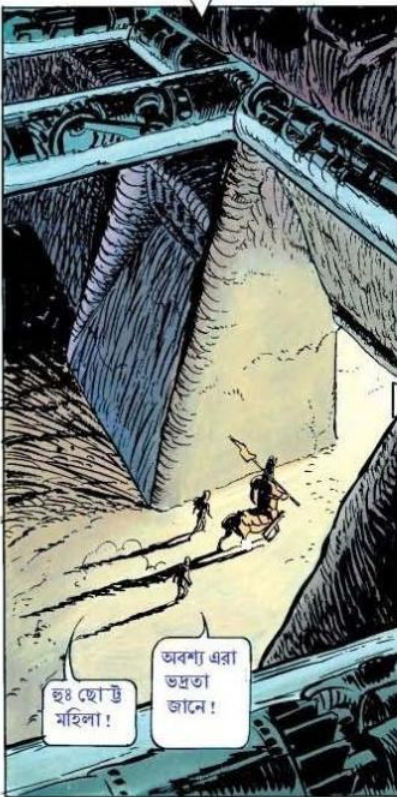


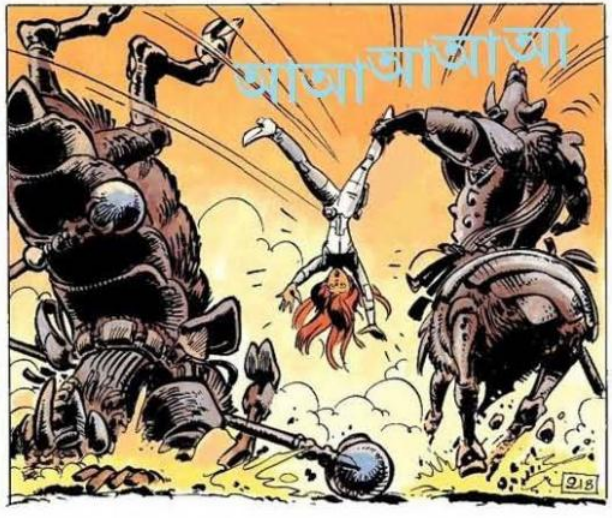
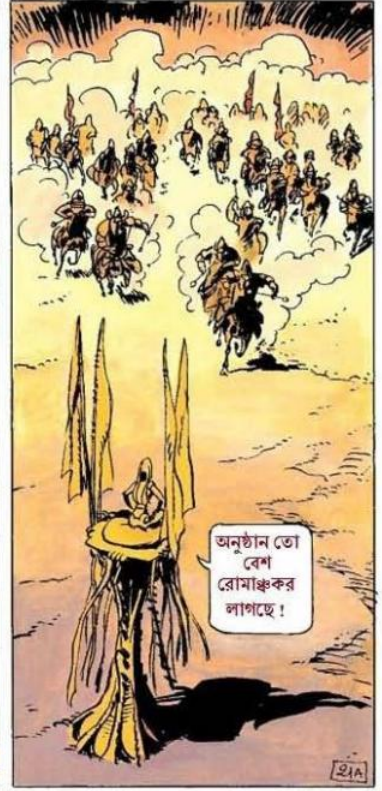
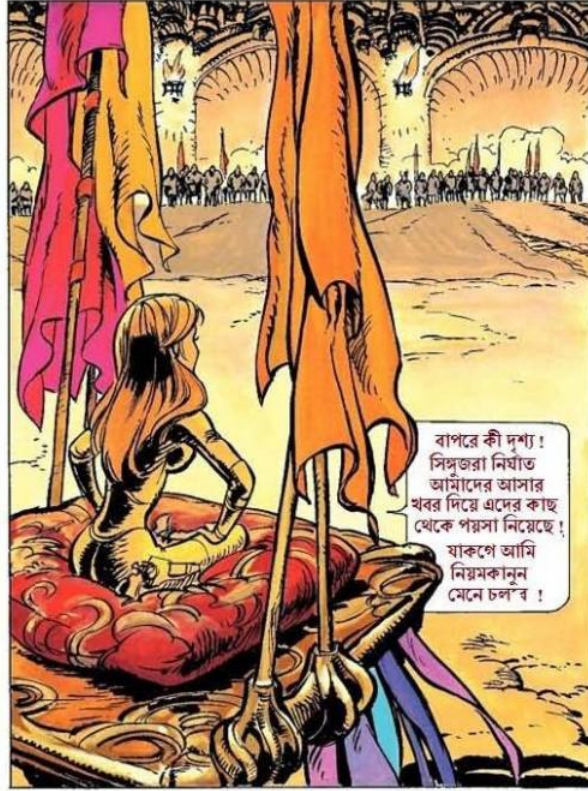


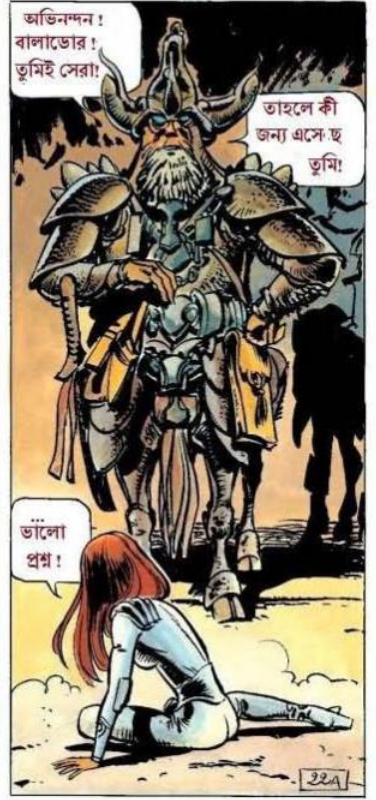
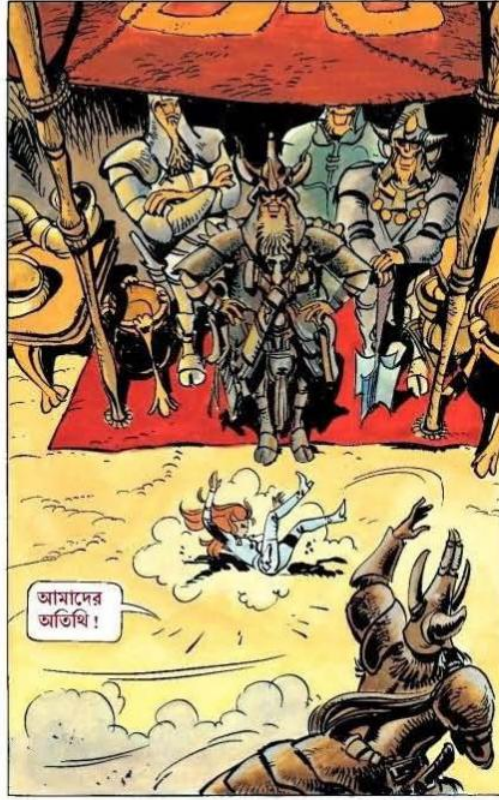












অভিনন্দন!
বালাডোর!
তুমিই সেরা!

তাহলে কী
জনা এসেছে
তুমি!

ভালো
প্রশ্ন!

আমাদের
অতিথি!



সিদ্বজরা ... আমাকে বলেছে
তোমাদের সাথে দেখা করতে!

বটে! তাই? পৃথিবীর সাথে আমাদের অনেকদিনের সম্পর্ক!
আমরাও যোদ্ধা আর পৃথিবীও যুদ্ধ ভালোবাসে তাই আমাদের
সহানুভূতি সবসময় পৃথিবীর সাথে! তবে এখন গ্যালাক্সিটির সাথে
চুক্তির কথা ভুলে তোমাকে আমি এক আগ্রহজনক সূত্র দেব যা
তোমার খুব কাজে আসবে ... অবশ্য যদি খুলের ১০০ খানা
গো-বারসার্ক গুলি পাওয়া যায় ... বাকি তোমার
ব্যাপার কী করবে!

চুমম এর ব্য বস্থা করা যেতে পারে!
গ্রান্সি বাইরে এ স তোমাকে দরকার!
হেই! মাগো!

গরুর



এখন বদমাশি
করার সময় নয়?
বোঝা গে ল?

এটা চেবো!
আর কাজ শুরু
কর!

বাঃ!

আমি শুনছি!

আমার এক যোদ্ধা সুফুসে দেখে
এসেছে ওখানে প্রচুর বাঙলাইনরা
জটলা করছে! বাঙলাইনরা ঠিক
যোদ্ধা নয়! ওরা আসলে
অস্থিময় শক্তপোক্ত প্রাণী!
ঠগ যারা যেকোন নোংরা
কাজকর্ম করে থাকে!

ওরা বিভিন্ন সময়ে ওল্লোসের
রেশম-গুটি অন্ত্রও ব্যবহার
করেছে! নিশ্চই বুঝতে পারছ
কী বলতে চাইছি?



আর্ঘ!

শুভেচ্ছা নিও ছোট্ট মহিলা

বিদায়!



এই যে শোন ঐ জিনিস চেবালেই উখাত্ত হবার অধিকার জন্মায় না! বুঝলে? যত্নসব!

আর্ঘ!



ও তুমি এখানে! আচ্ছা সুফুসের নাম শুনেছ কখনও!

সুফুস!



আমি ওখানে কিছুতেই যাব না! অত্যন্ত কুরচিপূর্ণ জায়গা! আর সুফুসরা পয়েন্ট সেন্ট্রালের

অস্থিতি ... তাছাড়া অনেক দূরে ...



তাহলে তুমি জান! ঠিক আছে মানচিত্রের দরকার নেই, আমাকে ওখানে নিয়ে চল!



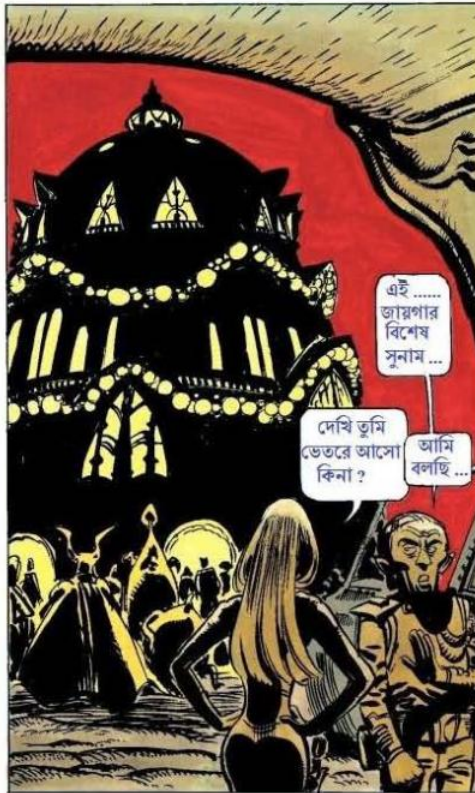
এতো পুরো পাগলামি!

যখন জায়গাটা অনেক দূর তখন আমাদের ঐ গাড়িটা ধার নেওয়াই ভালো! আর তুমি না যেতে চাও ... রাত্তা তো দেখাও



ওহ! আমি ভাবছিলাম এখানে সব গলিপথগুলো ফাঁকিই থাকে

সব জায়গা একরকম নয়!

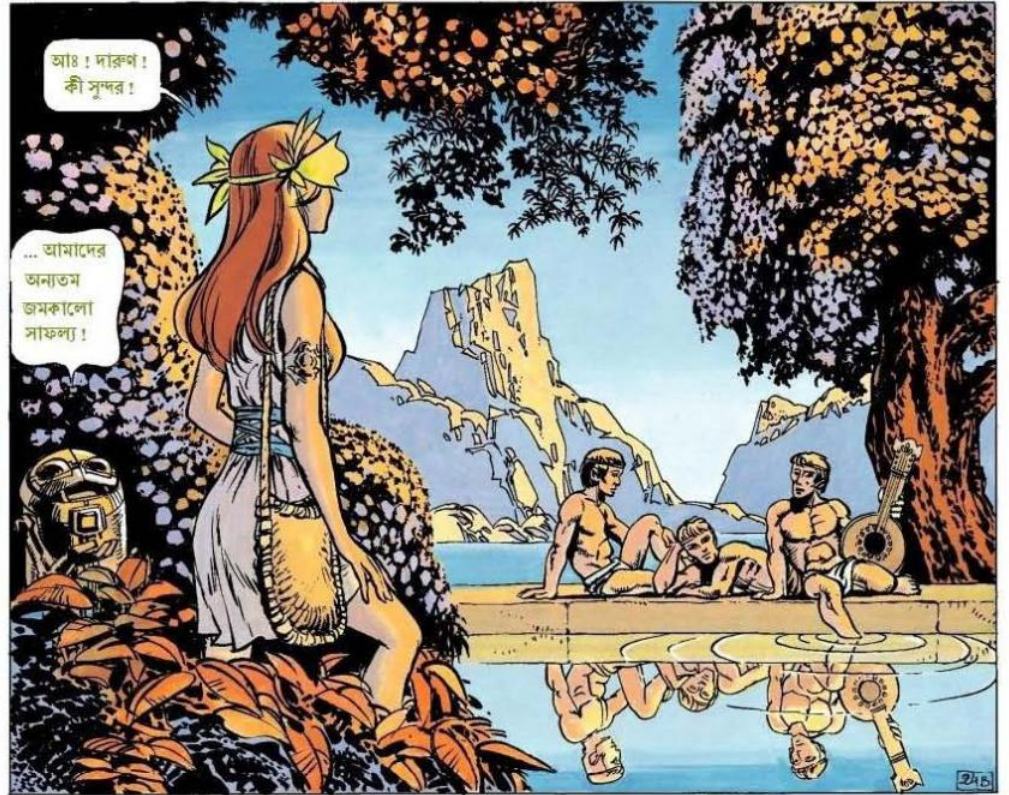
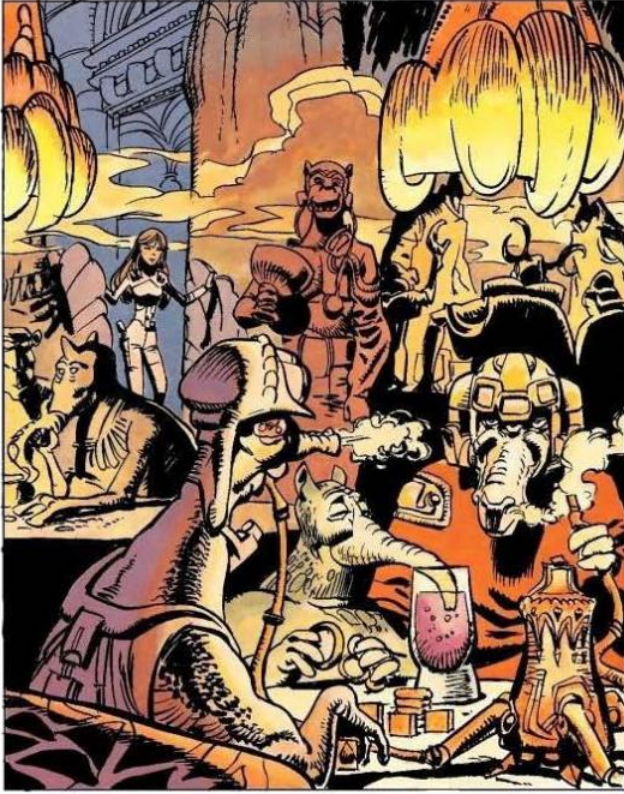


এই জায়গার বিশেষ সুনাম ...

দেখি তুমি ভেতরে আসো কিনা?

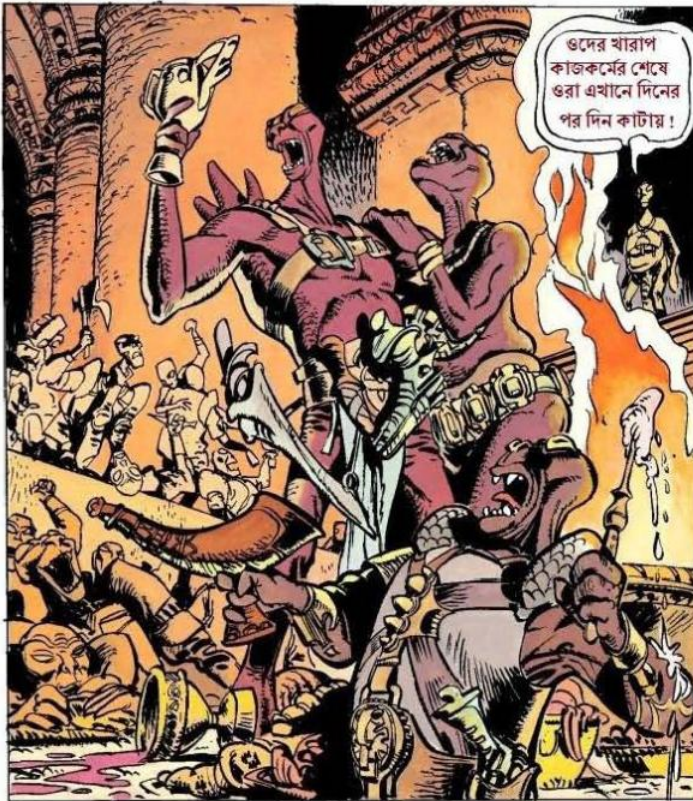
আমি বলছি ...

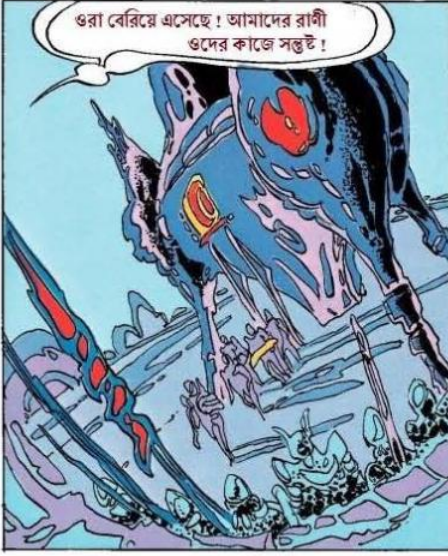








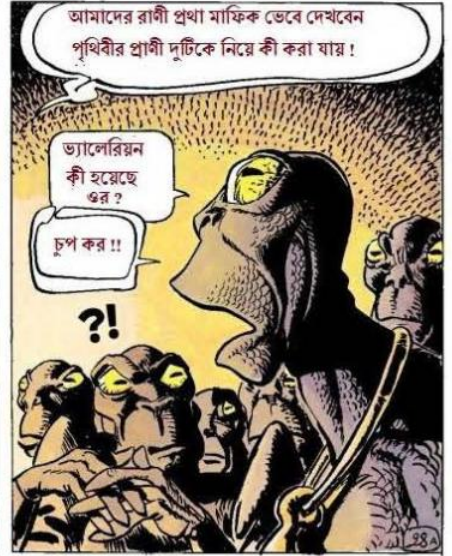




ওরা বেরিয়ে এসেছে! আমাদের রাগী
ওদের কাজে সন্তুষ্ট!



তবে পৃথিবীর দুজনের মধ্যে একজন একদম নিখর!
ওর দেহে কী প্রাণ নেই.....

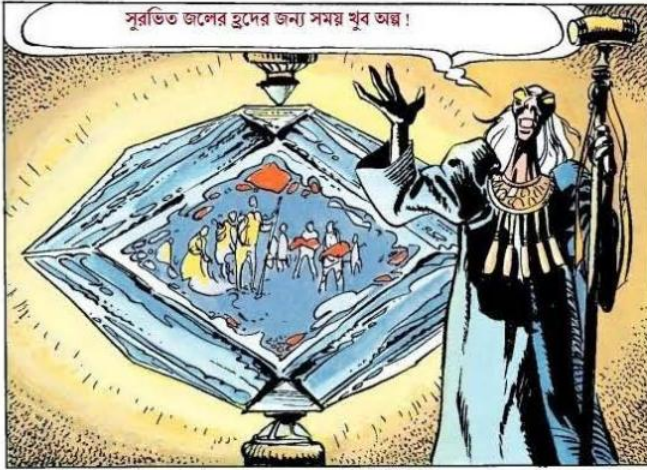


আমাদের রাগী প্রথা মার্কিক ভেবে দেখবেন
পৃথিবীর প্রাণী দুটিকে নিয়ে কী করা যায়!

ড্যালেরিয়ন
কী হয়েছে
ওর?

চুপ কর!!

?!



সুরভিত জলের হ্রদের জন্য সময় খুব অল্প!



... গ্রোবোস রা তাদের গন্তব্যে
যাবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ...



আমাদের রাগী তার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
অতিরিক্ত মানুষটির জীবনছেড়ে দিচ্ছেন!

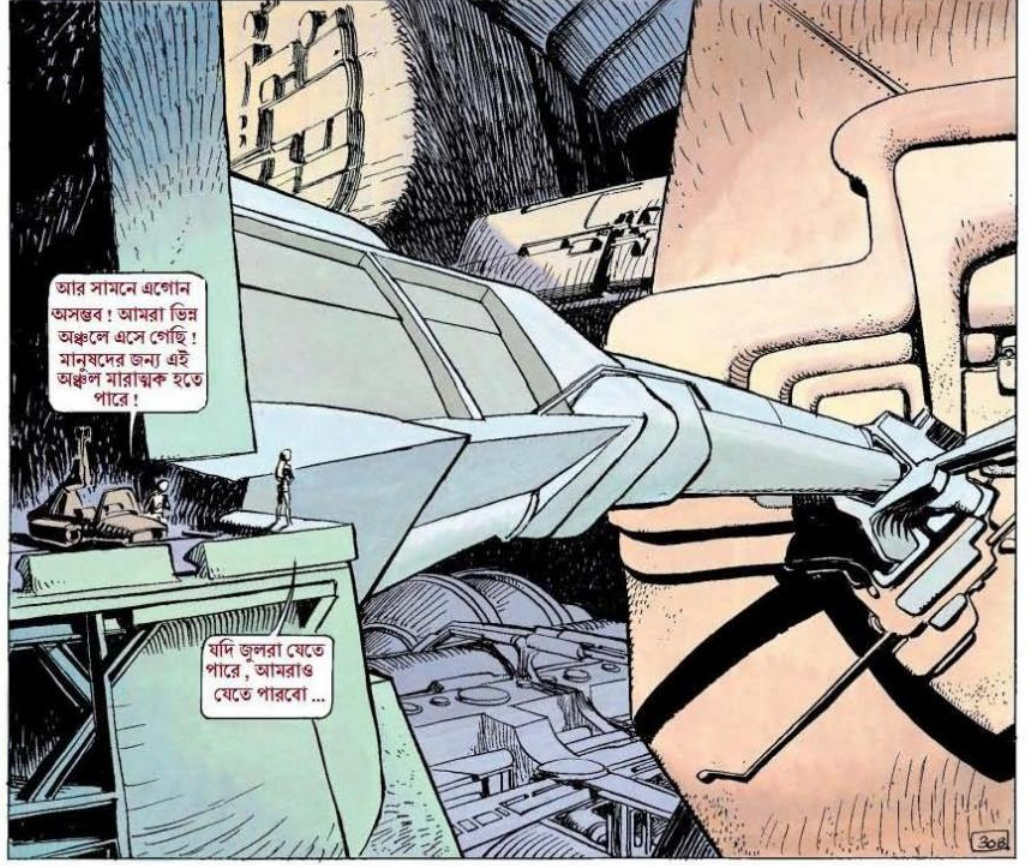


একটি স্বচ্ছ পাত্রের মধ্যে ওকে
রাখা হয়েছে আর ওর সাথীর সাথে ধীরে
সুরভিত হ্রদের জলে তলিয়ে যাচ্ছে!



আমাদের রাগী বীর যোদ্ধাদের অভিনন্দন যানাচ্ছেন!
হ্রদের জলে গ্রোবোরা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাদের ভার নেবার
জন্য!







এদের তো কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই! হেই! কোথায় গ্রোবোদের দেখা পাবো জানো?

খুস..... ছেড়ে দাও ওরা উত্তর দেবে না!



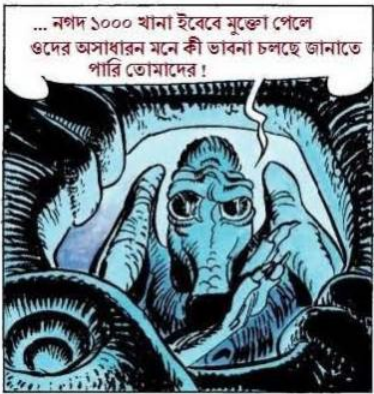
এই যে পৃথিবীর প্রাণীরা!



ওহ! তোমরা? পয়সাকড়ি শেষ করে ফেলেছে?



তা বলতে পার! গ্রোবোদের সম্পর্কে জানতে চাও?



... নগদ ১০০০ খানা ইবেবে মুক্তো গেলে ওদের অসাধারণ মনে কী ভাবনা চলছে জানাতে পারি তোমাদের!



কিভাবে তোমাদের মুক্তো তৈরি করে দেব?

তোমার ঐ অভূত প্রাণী পারবে! যদি ইচ্ছা করে তবে ও পুরনো যা তৈরি করেছে তা আবার তৈরি করতে পারে! অবশ্য প্রচুর শক্তিকয় হবে!



মিহাঃ!

বেচারি! ছো টু সোনো তুমি কী পারবে তৈরি করতে?

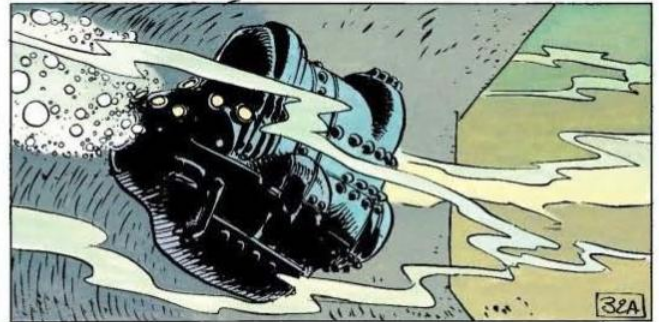


গ্রোবোরা অভূত চেহারার প্রাণী, অজ্ঞ আর আমরা যতদূর জানি ওরা বোবাও! ওদের সবকিছু সম্পর্কে খবরাখবর দেয় যুর একরকম জেলিফিশ! যুররাই ওদের পথপ্রদর্শক! যখন কোন জীবন্ত প্রাণীর মুখোমুখি হয় তখন ওরা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে যোগাযোগ করে! যদি তোমরা চটপটে হও তবে কোন যুরকে ধরে খবর নিতে পার গ্রোবোদের ওখানে কী হচ্ছে! তবে সাবধান যুররা জলের বাইরে মাত্র কয়েক সেকেন্ড বেঁচে থাকতে পারে!



তা এই গ্রোবোদের কুঠুরিতে যা ব কিভাবে?

আচ্ছা... যেহেতু তুমি আমাদের একজন বেশ ভালো খন্দের! তাই আমি বলবো রকি যুক্ত দরজার পরে যে সুড়ঙ্গ পাবে সেটা পেরলেই সবজ খাঁড়ি পাবে.....



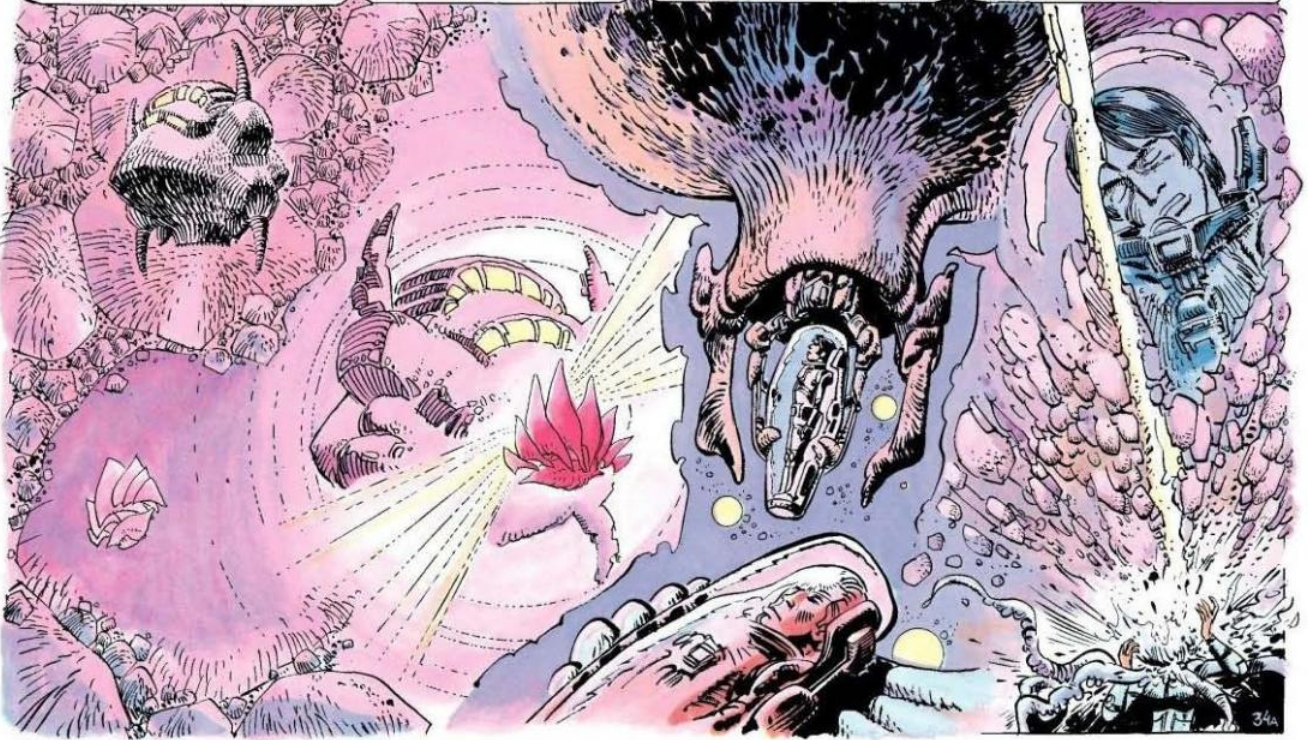


আরেকটা জাহাজ ওদের কাছে

কাছাকাছি আসছে দুটো ... পাত্রগুলো

এক জাহাজ থেকে অন্যটার যাব্দে

এ তো ভ্যালেরিওরন কিন্তু !



আরে এটা তো ফেটে
গেল ! তুমি ঠিক আছ!



না
না
না



এইভাবে আমি কিছুতেই আমার
ভ্যালেরিওরনকে খুঁজে পা ব না!

আমাদের প্রিয়
দৃতকেও না!

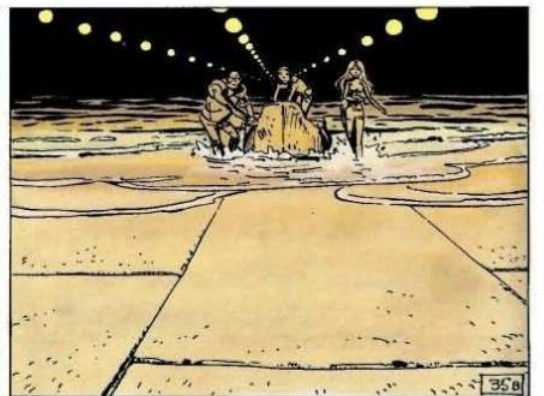


ঠিক দৃতকেও খুঁজে পাবো না!
কতকন আগে আমরা কুঠুরি থেকে
বেরিয়েছি ... আর এখন আবার
সামনে আরেকটা জাহাজ!

আমি একটা
জিনিস ঠিক
বুঝছি! মিসে!



সবুজ খাঁড়ির কিছু মিনুক
লেবে নাকি? টাটকা আর
একদম সস্তা!









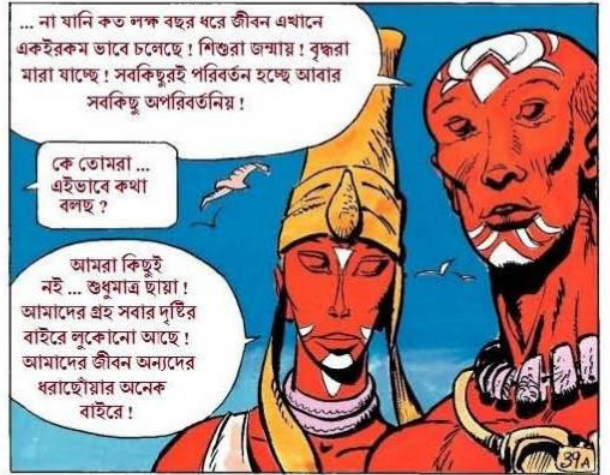


বাঃ সুন্দর! আমি গ্যালাক্সিটির সভাপতি! আমাকে এইভাবে বন্দি করার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে?

আসল কথা হচ্ছে সময়! পয়েন্ট সেন্ট্রালের সামনে এক ভীষন বিপদ!

সময়??

সময় মানে কী...?



... না যানি কত লক্ষ বছর ধরে জীবন এখানে একইরকম ভাবে চলেছে! শিশুরা জন্মায়! বৃদ্ধরা মারা যাচ্ছে! সবকিছুই পরিবর্তন হচ্ছে আবার সবকিছু অপরিবর্তনীয়!

কে তোমরা ... এইভাবে কথা বলছ?

আমরা কিছুই নই ... শুধুমাত্র ছায়া! আমাদের গ্রহ সবার দৃষ্টির বাইরে লুকোনো আছে! আমাদের জীবন অন্যদের ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে!

আমরা চিরকাল এইরকম ছিলাম না! আমাদেরও নাম ছিল আমাদেরও অহঙ্কার ছিল! আমরাও অনেক যুদ্ধ করেছি! তারপর থেকে ধীরে ধীরে আমরা বদলাতে শুরু করি!



আমাদের লোক গ্যালাকটিক কাউন্সিলের সভায় প্রথম সভাপতিত্ব করে! আমরাই পয়েন্ট সেন্ট্রালে প্রথম কুঠুরি তৈরি করি! যা এখনো আছে! কিন্তু সবাই তার অস্তিত্ব ভুলে গেছে



অল্প অল্প করে আমরা বৃকতে শিখলাম এ সবই যায়! আর আমরা সবকিছু ত্যাগ করতে শুরু করলাম! চিরকালের জন্য! কিন্তু আমরা সবকিছু নজরে রাখি!



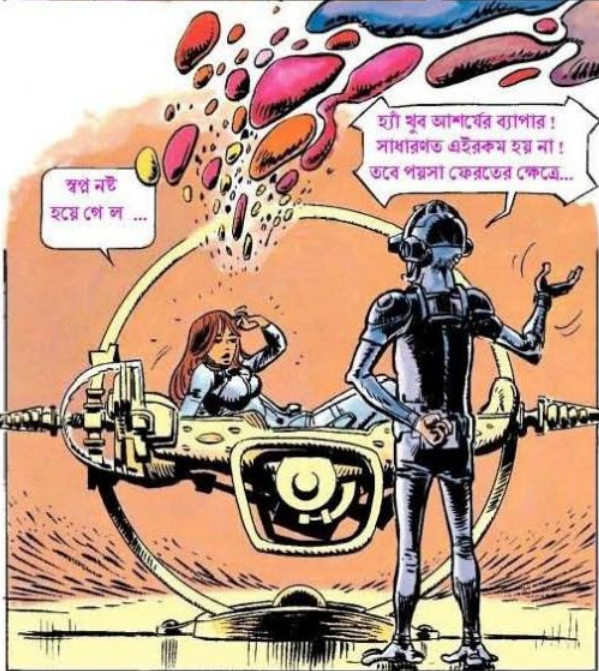
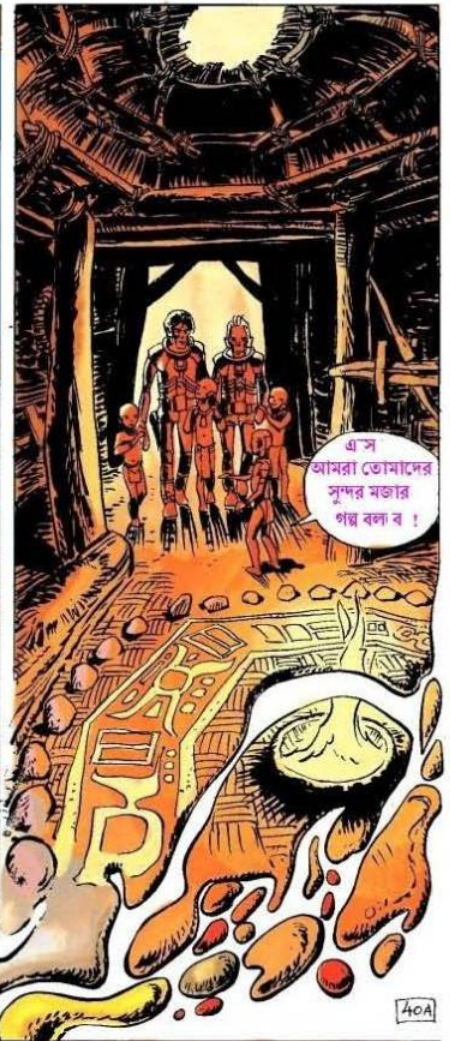
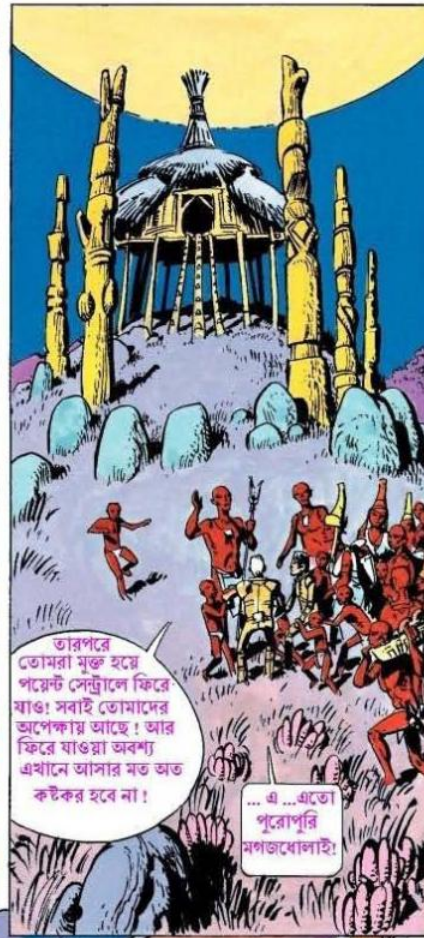
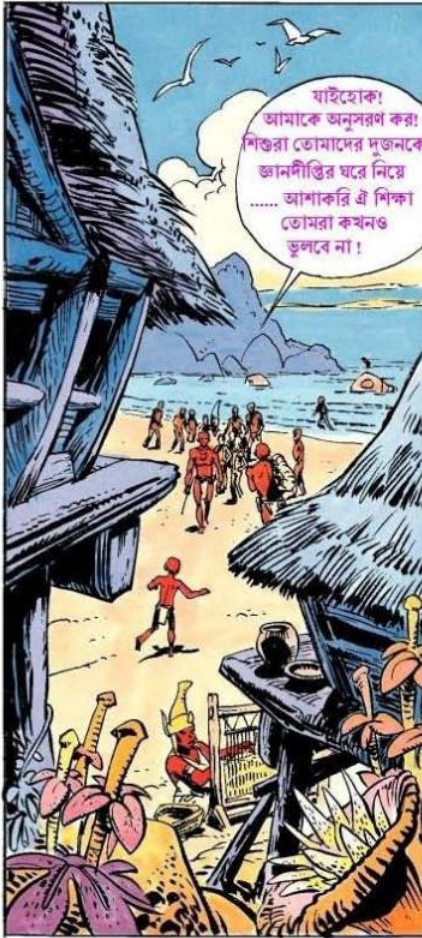
আমাদের থেকে কী চাও তোমরা?

আমরা জানি এই পয়েন্ট সেন্ট্রালে আর এই মহাবিশ্বে সবকিছু পচে গেছে! কিন্তু আজ অধি কোন শক্তি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগি হয় নি! এইরকম অবস্থা আমরা চলতে দিতে পারি না!



পৃথিবী তোমাদের মত ভবঘুরেদের কাছ থেকে আদেশ গ্রহন করে না! সাবধান!

ভেবো না! গ্যালাকটিক কাউন্সিলকে র‍্যাকমেল করার জন্য যে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এসেছে তার প্রত্যেকটার জন্য একটা করে কৃষ্ণগহ্বর পেছনে আছে জাগতিক যে কোনকিছুর ওপর আমরা প্রভুত্ব করতে পারি! আমাদের ইচ্ছায় সব যানগুলি মুছে দিতে পারি! কিন্তু আমরা প্রভুত্ব করতে চাই না আর কেউ তা করুক তাও চাই না!







আমি জানি এটাই
সেই রাস্তা! আর
তাড়াতাড়ি করতে
হবে!



এটা কী
জায়গা...?



ছায়াদীপ!
অবশেষে!

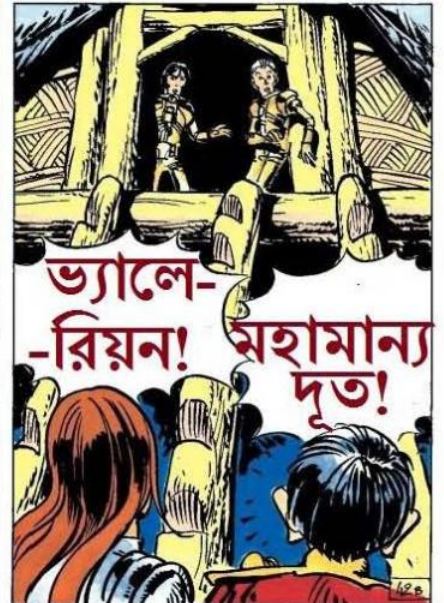


আমি জানতে
চাইছি.....



জানদীপ্তির
ঘর !!!

তুমি কোনদিকে
ছুটে যাচ্ছ? এই
গ্রামে কেউ থাকে
বলে মনে হচ্ছে না



ভ্যালেরিয়ন!
মহামান্য
দূত!



মহামান্য দূত! পয়েন্ট সেন্ট্রালে স্বাগত জানাই! আর পৃথিবীর বিজয়কে তন ওড়াবার জন্য অগ্রিম অভিনন্দন!

ধন্যবাদ কর্নেল ডিওল ধন্যবাদ! তবে তোমার ভাষন একটু পুরনো ধাঁচের হয়ে গেছে! তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে বড় পর্দার ঘরে নিয়ে যাবে! সবাই ওখানে আমার অপেক্ষায় আছে!



আমি তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম!

কোন দরকার ছিল না! যদিও অনেক বিপদ ছিল! তবে তুমি তো তোমার ভ্যালেরিওয়নকে জান! আমি ঐ সব বিপদের তোয়াক্ষা করি না!

ইয়ে... বন্ধুরা একটু তাড়াতাড়ি! পৃথিবীর শান্তির বার্তা দেবার জন্য তর সইছে না!



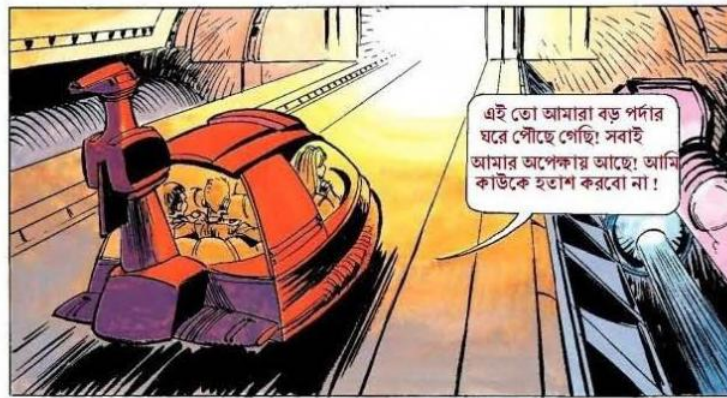
আমি কী এমন বললাম যে তুমি এতো রেগে গেলে!



আমরা এক বিরাট ভূমিকা নিতে যাচ্ছি... এই নীতির পরিবর্তন পরে গ্যালাক্সিটিতে আমি জানিয়ে দেবো!



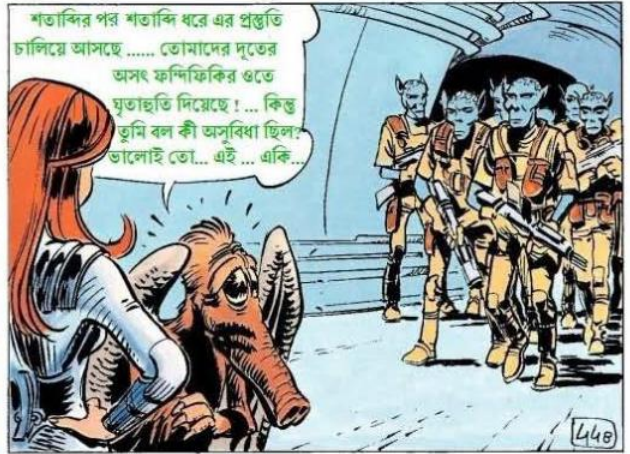
ডিওল আমাকে এই মহাকাশের পোশাকের বদলে সুন্দর উর্দি এনে দাও

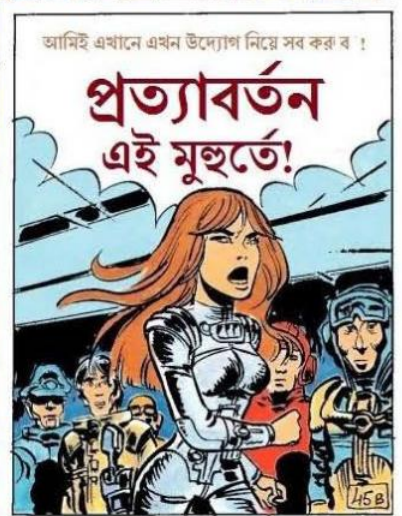


এই তো আমরা বড় পর্দার ঘরে পৌঁছে গেছি! সবাই আমার অপেক্ষায় আছে! আমি কাউকে হতাশ করবো না!

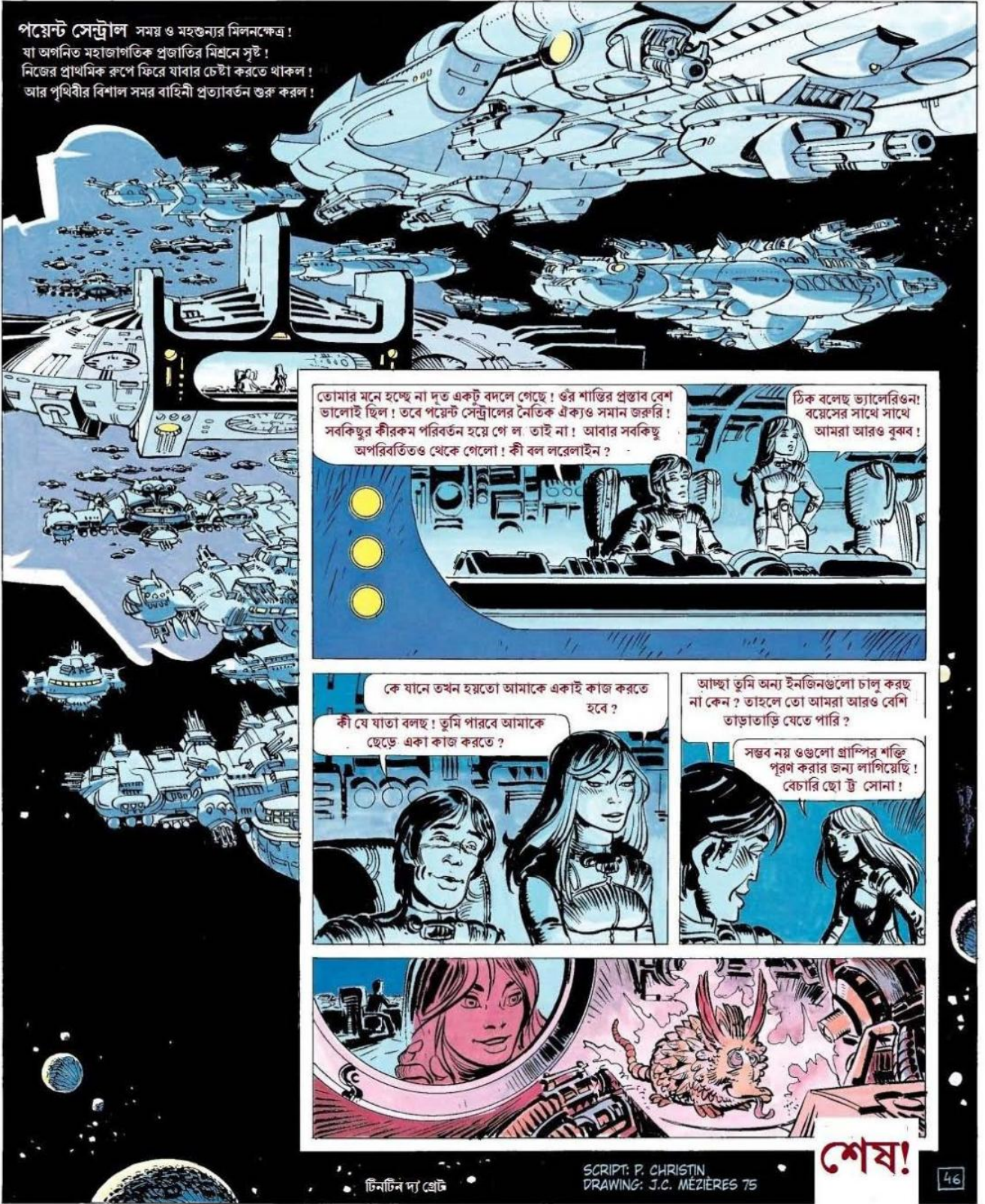


ঠিক আছে! বন্ধুরা! আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ...





পয়েন্ট সেন্ট্রাল সময় ও মহাস্থান্যর মিলনক্ষেত্র !
 যা অগনিত মহাজাগতিক প্রজাতির মিশ্রনে সৃষ্ট !
 নিজের প্রাথমিক রূপে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে থাকল !
 আর পৃথিবীর বিশাল সমর বাহিনী প্রত্যাবর্তন শুরু করল !



তোমার মনে হচ্ছে না দূত একটু বদলে গেছে ! ওর শান্তির প্রস্তাব বেশ ভালোই ছিল ! তবে পয়েন্ট সেন্ট্রালের নৈতিক এক্যও সমান জরুরি ! সবকিছুর কীরকম পরিবর্তন হয়ে গে ল তাই না ! আবার সবকিছু অপরিবর্তিতও থেকে গেলো ! কী বল লরেলাইন ?

ঠিক বলেছে ড্যালেরিওনা! বয়েসের সাথে সাথে আমরা আরও বুঝব !

কে যানে তখন হয়তো আমাকে একাই কাজ করতে হবে ?

কী যে যাতা বলছ ! তুমি পারবে আমাকে ছেড়ে একা কাজ করতে ?

আচ্ছা তুমি অন্য ইনজিনগুলো চালু করছ না কেন ? তাহলে তো আমরা আরও বেশি তাড়াতাড়ি যেতে পারি ?

সম্ভব নয় ওগুলো গ্র্যান্ডির শক্তি পূরণ করার জন্য লাগিয়েছি ! বেচারি ছোট্ট সোনা !



শেষ!

46

টিনটিন দ্য গ্রেট

SCRIPT: P. CHRISTIN
 DRAWING: J.C. MEZIÈRES 75

টিনটিন দি গ্রেট ফিজিক্স এ হনারস বি এস সি এবং মাইনিং এ ডিপ্লোমা করেছেন। বই আর কমিক্স পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন। মাঝে মাঝে অবসর পেলে ইংলিশ থেকে বাংলায় কমিক্স অনুবাদও করে থাকেন।

